بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

প্রত্যেক আহ্‌মদীর নিজের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন বহু লোক এমন আছেন যারা কোন না কোন আহ্‌মদীর চরিত্রকে দৃষ্টিপটে রেখে অথবা সার্বিকভাবে জামাতের উন্নত চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আহ্‌মদী হচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেক আহ্‌মদীর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, উন্নত চরিত্র শুধু তার ব্যক্তিগত খোদাভীরুতাকে বৃদ্ধি করার জন্য নয় বরং এটি একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং অন্যদের সংশোধনের একটি মাধ্যম স্বরূপ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৯ই জুন ২০১৭-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম যে, রোযা এবং রমযানের যে উদ্দেশ্য আল্লাহতা'লা বর্ণনা করেছেন তা হল হৃদয়ে খোদাভীতি (তাকওয়া) সৃষ্টি করা এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম যে, এটা (খোদাভীতি) কি উপায়ে লাভ করা যেতে পারে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন, যাতে করে আমাদের হৃদয়ে এর গুরুত্ব উপলব্ধি সম্ভব হয় এবং আমাদের প্রত্যেকটি কাজে এবং গুণের মাধ্যমে এটি প্রকাশ পেতে থাকে। কেননা খোদাভীতি (তাকওয়া) যদি না থাকে তবে কোন প্রকার পুণ্য (নেকী) অর্জন সম্ভব হবে না। অস্থায়ী এবং সাময়িক পুণ্য তো মানুষ সাময়িক উত্তেজনার বশে এবং কারণে করেই থাকে , কিন্তু এর মধ্যে দৃঢ়তা তখনই সৃষ্টি হবে যখন প্রকৃত তাকওয়া থাকবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

তাকওয়ার অনেক শাখা রয়েছে- আত্মতুষ্টি, অবৈধ ধন-সম্পদ থেকে দূরে থাকা এবং কু-অভ্যাস কে পরিহার করাও তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশ করে তার শত্রুরাও বন্ধু-তে পরিণত হয়। আল্লাহতা'লা বলেছেন, اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ অর্থাৎ যা সবচেয়ে উত্তম তা দিয়ে তুমি (মন্দকে) প্রতিহত কর, (সূরা ফুস্‌সিলাত : ৩৪)। যদি প্রতিপক্ষ গালিও দেয় তথাপিও প্রত্যুত্তরে গালি যেন না দেওয়া হয়, বরং ধৈর্য ধারণ করা হয়। এর ফল এটা দাঁড়াবে যে, প্রতিপক্ষ তোমার মর্যাদায় বিশ্বাসী হয়ে নিজেরাই লজ্জিত হবে, এবং এই শাস্তি যা ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে তুমি তাকে দিতে পারতে তা অপেক্ষা অনেক বড় সাব্যস্ত হবে।

তিনি বলেন : উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অর্থ কেউ যেন সর্বদা নর্মতা প্রদর্শন করা মনে না করে। তিনি বলেন 'খাল্‌ক' এবং 'খুল্‌ক' শব্দ দুটি বিপরীতমুখি অর্থের উপর প্রজোয্য হয়। 'খাল্‌ক' হচ্ছে বাহ্যিক সৃষ্টির নাম যেমন কান, নাক এমনকি চুল ইত্যাদিও সব 'খাল্‌ক' এর অন্তর্ভুক্ত। এবং 'খুল্‌ক' হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সৃষ্টির নাম। এরূপ আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানবীয় ও অমানবীয় যে পার্থক্যগুলি বিদ্যমান এগুলি সব 'খুল্‌ক'- এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি সব 'খুল্‌ক'-এরই পর্যায়ভুক্ত।

'আখলাক' এর অর্থ হল খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভ হওয়া, এজন্য রসূল করীম (সা.) এর জীবন ধারণের পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহতা'লা তাঁর (সা.)-এর মর্যাদায় বলেছেন اِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیۡمٍ (সূরা ক্বলম : ৫) এবং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শের এমন দৃষ্টান্ত তিনি (সা.) তুলে ধরেছেন যা নিজেই একটি জাজ্বল্য প্রমাণ এবং যার উপর নিজের নিজের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের আবশ্যিক কর্তব্য। একটা সময় আসে তিনি (সা.) তাঁর বাগ্মীতাপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে একটা জাতিকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। তারপর একটা সময় আসে তীর ও তলোয়ায়ের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। দানশীলতায়

অবতীর্ণ হন, তখন স্বর্ণের পাহাড় বিলিয়ে দেন। ক্ষমতা পরায়ন হয়েও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। মোটকথা রসূলে করীম (সা.)-এর অতুলনীয় এবং পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত আল্লাহতা'লা তুলে ধরেছেন। এক পর্যায়ে যখন তাঁর কাছে এত ভেড়া ছাগল ছিল যা কায়সার ও কেসরার কাছেও ছিল না। তিনি এর সবকিছুই একজন অভাবীকে দান করে দিয়েছিলেন। 'খুল্‌ক' এর এক দৃষ্টান্ত এটি। তাঁর কাছে যদি কিছু না থাকত সেক্ষেত্রে কি দান করতেন। আরো একটা দিক আছে যে, শাসন ক্ষমতার অধীশ্বর যদি না হতেন তবে এটি কিরূপে সম্ভব হয়েছিল যে, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কাফেরদেরকে শাস্তি না দিয়ে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন? যারা সাহাবাদেরকে, হুজুর (সা.)-কে আর মুসলমান নারীদেরকে নির্মম থেকে নির্মম কষ্ট ও যাতনা দিয়েছিল। যখন তারা সামনে এসেছিল তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ সুতরাং এই সেই উত্তম দৃষ্টান্ত যার সম্পর্কে আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, এই রসূলের মহান আদর্শকে তোমরাও যথাসাধ্য ধারণের চেষ্টা কর। এর জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনার দরকার। সুতরাং এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রচেষ্টা না করবে, দোয়াকে পাথেয় না করবে সেই বিষাদ যা হৃদয়কে কলুষিত করছে দূরীভূত হতে পারে না। তাই আল্লাহতা'লা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে, (সূরা রাদ : ১২)। এটি আল্লাহতা'লার একটি চিরস্থায়ী বিধান। যেমনটা তিনি বলেন, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا আর তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না, (সূরা আহযাব : ৬৩)। সুতরাং আমাদের জামাত হোক বা অন্য কেউ তারা নিজেদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন তখনই করতে পারবে যখন আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং দোয়াকে পাথেয় অবলম্বন করবে অন্যথায় সম্ভব নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, মানব চরিত্র যতই নিম্নমানের হোক না কেন যদি সংশোধন করতে চায় তবে তা সংশোধন হতে পারে। তিনি বলেন যে, এজন্য আন্তরিক প্রয়াস করতে হয়। তিনি বলেন আসল কথা এটাই যে, আলস্য যেন না থাকে এবং হাত পায়ের সঞ্চালনে পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। বুদ্ধিজীবিরা যারা এটা মনে করে যে, চরিত্র সংশোধন সম্ভব নয় তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। আমরা দেখি যে, কিছু চাকরীজীবি লোক যারা ঘুষ নিয়ে থাকে যখন তারা প্রকৃত তওবা করে তখন যদি স্বর্ণের পাহাড়ও তাদের সামনে দেওয়া হয় তারা তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপও করে না।

পুনরায় তিনি চারিত্রিক সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন যে, স্মরণ রাখবেন যে, বার্ধক্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে- স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক হল বাহ্যিক শরীরের বার্ধক্যে উপনীত হওয়া এবং অস্বাভাবিক সেটাই যে কারোর নিজের অসুস্থতার কথা চিন্তা না করা। রোগ সমূহের ব্যাপারে পূর্ব হতে যদি সতর্ক না থাক তবে তা মানুষকে দুর্বল করে সময়ের পূর্বে বার্ধক্যে উপনীত করবে। তিনি বলেন যে, আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনায়ও এরূপ হয়ে থাকে। যদি কেউ নিজের নোংরা চারিত্রিক গুণাবলীকে উত্তম আদর্শ ও বৈশিষ্টের দ্বারা পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে তবে তার নৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধঃপতন হয়।

রসূলে করীম (সা.)-এর নির্দেশাবলী এবং কোরআন করীমের শিক্ষায় এটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রমাণিত যে, প্রত্যেকটি অসুস্থতার একটি ঔষধ বিদ্যমান কিন্তু যদি অবহেলা ও কৃপণতা মানুষকে গ্রাস করে সেক্ষেত্রে ধ্বংস ছাড়া আর কি হতে পারে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল এই ক্লান্তিকে দূর করার জন্য আল্লাহতা'লা উপকরণ নির্ধারণ করেছেন। এ মাসে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রতিও প্রত্যেকের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দুর্বলতা ও পাপ সমূহ থেকে পরিত্রাণের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। (রমযানের) এই পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি না দেয় তবে যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাবে এবং তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং অবশেষে আল্লাহতা'লার নিকট মানুষ তাকওয়া শূন্য হয়ে হাজির হবে।

পুনরায় চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভের জন্য তিনি (আ.) বলেন, তওবা (অনুশোচনা) প্রকৃতপক্ষে উত্তম চরিত্রলাভের ক্ষেত্রে খুবই প্রভাশালী ও সহায়ক বস্তু এবং মনুষ্য জীবনকে পরিপূর্ণতা দানকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের বদঅভ্যাসকে

পরিহার করতে চায় তার জন্য এটি জরুরি যে, প্রকৃত অন্তঃকরণ এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সে যেন তওবা করে। এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা উচিত যে তওবার জন্য তিনটি শর্ত বিদ্যমান। এটা ব্যতিরেকে প্রকৃত তওবা যা 'তওবাতুন নসুহ্' বলা হয়ে থাকে লাভ করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথম শর্তটি যাকে আরবী ভাষায় 'আকলা' বলা হয়, তার অর্থ হল কুধারণা ও কুৎসিৎ চিন্তাভাবনা পোষণ করা থেকে বিরত থাকা। উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ কোন মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে তওবার জন্য এটি প্রথমে দরকার যে, সে তার বাহ্যিক অবয়বকে যেন কুৎসিৎ মনে করে এবং তার সমস্ত কুপ্রবৃত্তি গুলিকে যেন হৃদয়ে উপলব্ধি করে। কেননা, যেভাবে আমি ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, ধারণা সমূহের প্রভাব খুব বড় প্রভাব বিস্তারকারী আর আমি সুফিদের বর্ণনায় পড়েছি যে, তারা চিন্তাশক্তিকে এতদূর প্রসারিত করেছেন যে, মানুষকে বাঁদর অথবা শূকর রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। মোটকথা এই যে, যে রকম ধারণা করা হয় সেরকম রূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে চিন্তা-ভাবনা বিষাদের কারণ হয়ে থাকে সেগুলিকে নিঃশেষ করে দেওয়া। এটা প্রথম শর্ত।

দ্বিতীয় শর্ত হল 'নাদিম' অর্থাৎ অনুতপ্ত হওয়া। সুতরাং পাপ এবং অপরাধবোধের কারণে অনুতাপ প্রকাশ করা এবং এ ধারণা পোষণ করা যে, এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী এবং কয়েক দিনের মাত্র এবং সর্বদা এই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে যে, প্রতিনিয়ত এই উৎসাহে ভাটা পড়ছে। এমন কি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যখন অচল ও অক্ষম হয়ে যাবে তখন এসব জাগতিক আনন্দ উল্লাসকে পরিত্যাগ করতে হবে। সুতরাং এই জীবনেই যখন এসব আনন্দ-উন্মাদনা মুছে যাবে সেক্ষেত্রে এসবের কারণ হয়ে কি লাভ? বড়ই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে অনুশোচনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং অন্তর্নিহিত কুধারণা ও কুৎসিৎ চিন্তা-ভাবনার প্রবণতাকে নিঃশেষ করে। যখনই এহেন অপবিত্রতা ও নোংরামি অপসৃত হবে তখনই যেন নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়।

তৃতীয় শর্ত হল 'দৃঢ় সংকল্প' অর্থাৎ আগামীর জন্য দৃঢ় সংকল্প করা যে, পুনরায় এসব নোংরামির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। তিনি বলেন, আমাদের জামাতে ক্ষমতাবান এবং পালোয়ানের কোন প্রয়োজন নেই বরং এমন ক্ষমতাবানদের প্রয়োজন যারা নিজেদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভের চেষ্টায় ব্রতী থাকবে। ঘটনাক্রমে সে হয়তো এমন শক্তিশালী ও সাহসী হবে না যে পাহাড়কে স্থানচ্যুত করতে পারে আসল বাহাদুর সেই যে চরিত্র পরিবর্তনে বিজয়লাভ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং স্মরণ থাকে যে, সমস্ত সাহস ও শক্তি যেন চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে ব্যায় হয় কেননা এটি প্রকৃত শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, চারিত্রিক অবস্থা এমন একটি নিদর্শন যার উপর কেউ আঙুল ওঠাতে পারে না। এই কারণেই আমাদের রসূলে করীম (সা.)-কে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সাম্মানিক চারিত্রিক গুণাবলী প্রদান করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ আর নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর উপর অধিষ্ঠিত, (সূরা কৃলম : ৫)। এমনিতেই আঁ হযরত (সা.) সব ধরণের অলৌকিক ক্ষমতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী অপেক্ষা অগ্রগণ্য ছিলেন। যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়।

তিনি (আ.) বলেন, আমি মনে করি যে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যারা নিজেদের অসৎ চরিত্র বর্জন করে ও কুঅভ্যাসকে ত্যাগ করে পবিত্রতা অর্জনে ব্রতী হয় তাদের জন্যও সেই নিদর্শন বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন ক্রোধে নিমজ্জিত ব্যক্তি তার এই অভ্যাসকে পরিত্যাগ করে এবং মার্জনা ও শালীনতা অর্জন করে তবে নিশ্চিতভাবে এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। অনুরূপভাবে ক্ষমার গুণ অবলম্বন করা কিংবা কৃপণতা ত্যাগ করে বদান্যতা অবলম্বন করা সেক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে এগুলি ঐশী সম্মানের অন্তর্ভুক্ত। একই রকমভাবে আত্মপীড়ন ও অহমিকাকে বর্জন করে যখন নম্রতা অবলম্বন করবে সেক্ষেত্রে এই নম্রতাই অলৌকিক ঘটনা সাব্যস্ত হবে।সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ আছে যে এই সম্মানে অস্বীকারকারী হবে। আমি জানি যে, প্রত্যেকে এটি কামনা করে।সুতরাং মানুষ তার চারিত্রিক অবস্থাকে সংশোধন করুক কেননা এটি এমন একটি ঐশী নিদর্শন যার প্রভাব কখনোই বিনষ্ট হবার নয় বরং এর সুফল সুদূরপ্রসারী। তিনি বলেন, মুমিনের উচিত 'খাল্‌ক' ও 'খুল্‌ক' এর কাছে যেন সম্মান জনক হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, বহু দুর্বৃত্ত ও বিলাসী এমন দেখা গেছে যারা কখনো অলৌকিক নিদর্শনাবলীকে স্বীকার করে নি। কিন্তু চারিত্রিক অবস্থাকে

দেখে তারাই মাথা নত করেছে এবং স্বীকার ও মান্য করা ছাড়া কোন গত্যন্তর খুঁজে পায় নি। বহু লোকের জীবনীতে এটি দেখা যাবে যে, তারা চারিত্রিক নিদর্শনাবলী পরিলক্ষিত করে সত্য ধর্মকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পুনরায় ঈমান আনার বিভিন্ন কারণ সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে, মিথ্যাবাদী যারা নবীদের বিরোধিতায় দন্ডায়মান হয়েছিল বিশেষ করে যারা আমাদের নবী (সা.) এর মোকাবেলায় এসেছিল তাদের ঈমান আনয়ন করা অলৌকিক নিদর্শনাবলীর উপর নির্ভর ছিল না। আর না ঐশী নিদর্শনাবলী ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডসমূহ তাদের মানসিক প্রশান্তির কারণ হয়েছিল বরং তারা আঁ হযরত (সা.) এর উন্নত চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, উত্তম চরিত্রের প্রভাব তাদের উপরও পড়ে থাকে যারা বহু নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেও প্রশান্তিলাভে অপারগ হয়। আসল কথা এটাই যে, কিছু লোক বাহ্যিক নিদর্শনাবলী ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করে ঈমান নিয়ে আসে আবার কিছু লোক সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞানে নির্ভর করে ঈমান আননয়ন করে কিন্তু বেশিরভাগই এমন যারা উন্নত চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করে হেদায়েত ও প্রশান্তি লাভ করেছে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল অসংখ্য লোক যারা আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করছে তারা কোন না কোন আহমদীর উন্নত চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিংবা সার্বিকভাবে জামাতের উন্নত চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আহ্‌মদী হচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেক আহ্‌মদীর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, উন্নত চরিত্র শুধু তার ব্যক্তিগত খোদাভীরুতাকে বৃদ্ধি করার জন্য নয় বরং এটি একটি ধর্মীয় কর্তব্যও বটে এবং অন্যদের সংশোধনের একটি মাধ্যম স্বরূপ। এই জন্য প্রত্যেক আহমদীর নিজের নিজের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ঈমানের লাভের পদ্ধতি কি এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহতা'লার নিকট সংশোধন কামনা এবং নিজের শক্তিকে ব্যায় করা এটিই হল ঈমান লাভের পদ্ধতি। হাদিস শরীফে এসেছে যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে দোয়াতে হাত ওঠায় আল্লাহতা'লা তার দোয়াকে বিফল করেন না। সুতরাং খোদাতা'লার নিকট দৃঢ় বিশ্বাস ও সৎ উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন, আমার উপদেশ এটাই যে, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করাই হল নিজের চমৎকারীত্ব প্রদর্শন করা। লক্ষ্য করুন এই যে, কোটি কোটি মুসলমান যা ধরাপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে লক্ষ্য করা যায় এটা কি তলোয়ারের জোরে বাধ্য করে করা হয়েছে? না, এটি একেবারেই ভুল। এটি ইসলামের একটি অত্যাশ্চর্য প্রভাব যা এদেরকে আকৃষ্ট করেছে। বড় বড় ইংরেজ তত্ত্বানুসন্ধানীকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, ইসলামের সত্যতার এমনই ক্ষমতা যা অন্যান্য জাতি সমূহকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করেছে।

পুনরায় একথা বর্ণনা করতে গিয়ে যে, উন্নত চরিত্রও এক প্রকার রিয্‌ক স্বরূপ এবং এর প্রকাশ আল্লাহ্‌তা'লা প্রদত্ত রিয্‌ক ব্যায়ের ন্যায় এবং এটিও তাকওয়ার একটি বাস্তবিক রূপ ও অংশ। তিনি বলেন যে, সাধারণ লোক রিয্‌ক বলতে জীবন ধারণের উপকরণকে বুঝে থাকে এটি ভুল কথা তিনি (আ.) বলেন যা কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা রিয্‌ক স্বরূপ। মানুষকে সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, জাগতিক ক্ষেত্রে জীবনধারণের উপকরণে প্রাচুর্য দান করা হয়। এ সবই রিয্‌ক এর অন্তর্ভুক্ত। বান্দার যোগ্যতা অনুযায়ী তার চরিত্র ও ধন-সম্পদ লাভ হয়। বলেন, রিয্‌ক এর মধ্যে শাসন ক্ষমতাও পড়ে এবং উন্নত চরিত্রও রিয্‌ক এর অন্তর্ভুক্ত।

স্মরণ রাখবেন যে, কেবল সেই কৃপণ নয় যে নিজের ধন-সম্পত্তি হতে অভাবীদেরকে কিছু দান করে না বরং সেই ব্যক্তিও কৃপণদের অন্তর্ভুক্ত যাকে আল্লাহতা'লা ঐশী জ্ঞান দান করেছেন অথচ অপরকে শেখানোর ব্যাপারে সে কার্পণ্য করে। তিনি বলেন, শুধু মাত্র এই চিন্তা-ভাবনার কারণে কাউকে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে না জানানো পাছে সে যদি জেনে যায় তাহলে আমাদের অসম্মান হবে অথবা উপার্জনে ভাটা পড়বে এটা শির্‌ক তুল্য কেননা এক্ষেত্রে সে তার জ্ঞান এবং কার্যপ্রণালীকে নিজের রুজিদাতা এবং খোদা সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে যে নিজের নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে কাজ নেয় না সেও কৃপণদের অন্তর্ভুক্ত। নৈতিক চরিত্রের বন্টন এটাই যে, যে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী আল্লাহতা'লা তার মাঝে সৃষ্টি করেছেন সেই চারিত্রিক গুণাবলীর সঙ্গে সে যেন তার সৃষ্ট জগতের সঙ্গে বসবাস করেন। তিনি বলেন, তারা তার উত্তম নমুনাকে দেখে নিজেরাও যেন উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির চেষ্টা করে।

চরিত্রের অর্থ শুধু এটাই নয় যে ভাষার নমনীয়তা এবং বাক্যাবলীর মধ্যে নম্রতা প্রয়োগ করা হোক। না, বরং বাহাদুরি, পবিত্রতা ইত্যাদি যে ক্ষমতাগুলি মানুষকে দেওয়া হয়েছে প্রকৃত পক্ষে এ সবগুলিই চারিত্রিক ক্ষমতার

অন্তর্ভুক্ত যার উপযুক্ত ব্যবহার তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতার মানদন্ডে উপনীত করতে পারে।

নিজের জামাতের সদস্যদের উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করার উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশিকে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা দেখায় যে পূর্বে কি ছিল আর এখন কি, আসলে সে একটা অলৌকিক নিদর্শন দেখায়। এর প্রভাব তার প্রতিবেশির উপর খুবই উত্তমরূপে পড়ে। যখন কোন ব্যক্তি একটি সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার সম্মান ও মাহাত্মের কথা চিন্তা করে না এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করে এক্ষেত্রে আল্লাহতা'লার নিকট সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সে কেবল নিজেকেই ধ্বংসে নিপতিত করছে না বরং অন্যদের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাদেরকে সৌভাগ্য এবং সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। সুতরাং আপনারা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহতা'লার নিকট সাহায্য কামনা করুন এবং পূর্ণ সাহস ও শক্তি দ্বারা নিজেদের দুর্বলতাসমূহকে দূর করার চেষ্টা করুন। যেখানে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বেন সেখানে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে হাত ওঠান। কেননা নম্রতা ও একাগ্রতার সঙ্গে ওঠানো হাত যা কিনা বিশ্বাস ও সততার আবেগে উঠে থাকে সে কখনো রিক্ত হস্তে ফিরে আসে না। আমি আমার অভিজ্ঞতায় বলছি যে, আমার হাজার হাজার দোয়া গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করেছে এবং করছেও। তিনি বলেন, এটি একটি নিশ্চিত কথা যদি কোন ব্যক্তি নিজ অন্তরে নিজ বংশ, প্রজন্মের জন্য আবেগ উদ্দীপনা না রাখে তবে সেও কৃপণদের অন্তর্ভুক্ত। যদি আমি এমন কোন রাস্তা প্রত্যক্ষ করি যেখানে পুণ্য ও প্রাচুর্য বিদ্যমান তখন আমার কর্তব্য যে আমি চিৎকার করে লোকেদের বলি এদিকে ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয় যে, কেউ এগুলোর উপর আমল করছে কি করছে না।

সুতরাং আমাদের প্রতিটি আমলের দ্বারা এটা প্রমাণ হওয়া উচিত যে আমরা তার বয়াতে এসে নিজেদের মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছি। এরপর এ কথা জনগণকে বলতেও থাকুন কেননা এটি তবলীগের একটি মাধ্যম স্বরূপ। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের চরিত্রের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের তৌফিক দান করুন এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তম আদর্শকে আত্মস্ত করার সৌভাগ্য প্রদান করুন এবং আমরা যেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা অনুযায়ী নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হতে পারি।

খোতবা জুমআর শেষে হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, নামাজের শেষে দুটো নামাজে জানাযা গায়েব পড়াবো একটি জনাব লুৎফার রহমান সাহেব আমেরিকা নিবাসী, যিনি মিঞা আতাউর রহমান সাহেবের পুত্র ছিলেন। ২৭ শে মে ২০১৭ তার মৃত্যু হয় **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন**। দ্বিতীয় জানাযা জনাব মির্যা উমর আহমদ সাহেবের যিনি সাহেবযাদা ডাঃ মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। ৫ই জুন দুপুর দুটোর সময় তাহের হার্ট ইনস্টিটিউট রাবওয়াবে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন**। হুজুর (আই.) দুজন ব্যক্তির উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা করেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba) Bangla, 9th June, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To ....

....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, piran para, 731243, Birbhum, W.B